Stamford Flash
October - 2011
Volume:04 | Issue:07

- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বড় ভূমিকা রাখছে
- প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, সাংবাদিক ও শিক্ষক আখতারুজ্জামানের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত
- নোবেলখ্যাত পুলিৎজার মনোনীত সাংবাদিক এমি হার্ডি
- মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের আরও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরির উদ্বোধন
- **The Digital Revolution** শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বড় ভূমিকা রাখছে

প্রফেসর ড. এম. অজিজুর রহমান
উপাচার্য, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

ফ্ল্যাশ প্রতিবেদক: দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটুকু?

উপাচার্য: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনেক দূর এগিয়েছে। প্রতি বছর বাংলাদেশে সাত থেকে সাড়ে সাত লাখ শিক্ষার্থী উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি যুদ্ধে নেমে পড়ছে। বর্তমানে প্রায় ২ লাখ ৭০ হাজার শিক্ষার্থী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে ২ লাখ ৩০ হাজার। আগে যেসব শিক্ষার্থী দেশে ভালো বিষয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে বিদেশে চলে যেত, তারা এখন দেশেই পড়াশোনা করছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারণে।

ফ্ল্যাশ প্রতিবেদক: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে পারছে কি?

উপাচার্য: দেশে চাকরির বাজার এখন অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে অনেকেই তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে নামিদামি সব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। শুধু তাই নয়, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন তারা। এতেই বোঝা যায়, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা কতটা। একসময়ে অভিভাবকদের মধ্যে একটি মাইন্ডসেট ছিল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানদের ভর্তি করার। সরকারি বিশ্ববিদ্যায়গুলোর সেশন জট ও রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে সে মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। তা ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদেরে পছন্দের বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে। এ কারণেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা বেড়েছে।

ফ্ল্যাশ প্রতিবেদক: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান কি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে গেছে?

উপাচার্য: শিক্ষার মান পরিমাপ করতে দেখতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তারা কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ফলে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ভালো মানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন করার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। ফলে আমরা এখন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছি। বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গড় বয়স ১০ থেকে ১২ বছর। সামনের দিনগুলোতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে।

ফ্ল্যাশ প্রতিবেদক: কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাস ও শিক্ষক হচ্ছেনা কেন?

উপাচার্য: আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকলেও বর্তমানে ভালোমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করছে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অনুপোযোগী পরিবেশে শিক্ষাদানের যে অভিযোগ ছিল, তা আর থাকছে না। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি করছে আবার এরই মধ্যে অনেকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করেছে। যেমন আমরা এখন নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম চালাচ্ছি। আর শিক্ষকের বিষয়টিতে বলতে গেলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও মানসম্মত শিক্ষক আছেন। আকর্ষণীয় বেতন-ভাতার কারণে দেশ-বিদেশ থেকে উচ্চ ডিগ্রিধারীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। এছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশী-বিদেশী নামকরা শিক্ষক খণ্ডকালীন পাঠদান করে থাকেন। স্টামফোর্ডে বর্তমানে প্রায় ৪০০ স্থায়ী শিক্ষক আছেন। আর খণ্ডকালীন শিক্ষক আছেন প্রায় ২০০ জন।

ফ্ল্যাশ প্রতিবেদক: বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো নিম্ন ও মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। এর কারণ কী?

উপাচার্য: প্রায় সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ই দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। স্টামফোর্ড শিক্ষার্থীদের আর্থিক অনুদান ও বৃত্তি দিয়ে থাকে। প্রতিবছর আমরা মোট শিক্ষার্থীর পাঁচ শতাংশকে এ সুবিধা দিয়ে থাকি। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় বাদ দিলে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে আছে। যদিও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় তা কিছুটা কম। কিন্তু আপনাকে এও চিন্তা করতে হবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও একেকটি প্রতিষ্ঠান। উন্নতমানের গবেষণাগার, মানসম্মত পাঠ এবং ভালো পরিবেশ পেতে কিছুটাতো খরচ করতেই হবে। তা না হলে শিক্ষার মান কমে আসবে। প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ফ্ল্যাশ প্রতিবেদক: আপনাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি?

উপাচার্য: মানসম্মত শিক্ষাদানই একমাত্র পরিকল্পনা। প্রতিদিনই আমরা শিক্ষার মানের উন্নতি সাধন করছি। এককথায় বলতে গেলে মানসম্মত শিক্ষা এবং উন্নত শিক্ষাই আমাদের একমাত্র পরিকল্পনা।

প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার, সাংবাদিক ও শিক্ষক আখতারুজ্জামানের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস মিলনায়তনে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিক্ষক আখতারুজ্জামান স্মরণে এক শোক সভা ও আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার শুরুতে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব মিশুক মুনীর, প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক আখতারুজ্জামান এবং সংগীত গবেষক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী-র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এরপর স্টামফোর্ডের ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড.এম মজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্টামফোর্ড বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম আখতারুজ্জামানের স্মৃতিচারণ করেন এবং তার পরিবারকে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি-র পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। স্মরণসভায় চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন অঙ্গনের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বর্গ উপস্থিত থেকে স্মৃতিচারণ করেন। এর মধ্যে মানজারে হাসীন মুরাদ, নরেশ ভূইঁয়া, হাবীব আহসান, কেরামত মাওলা, বরকতউল্লাহ, ড. সাজেদুল আউয়াল, মতিন রহমান, বদরুজ্জামান, চাষী নজরুল ইসলাম, পঙ্কজ পালিত, মশিউর শাকের, জাহিদুর রহিম অঞ্জন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সভাপতি বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুক বলেন, 'মিডিয়া বিষয়ক একাডেমিক জ্ঞান অর্জন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এবং এর আর্থ সামাজিক গুরুত্ব অনুধাবন করে আখতারুজ্জামান সূচনা রেখার দিকে ছবির গল্পকে সাজিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় নতুন প্রজন্মকে সিনেমায় উদ্বুদ্ধ করতে তিনি বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন।' স্মৃতিচারণকালে উঠে আসে আখতারুজ্জামান চিত্রালী, সিনেমা, বাংলার বানী, মুক্তকণ্ঠ ও যুগান্তরসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। এছাড়া জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। নির্মাণ ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রয়াস সাংবাদিক রফিকুজ্জামানের সাথে যৌথ পরিচালনায় ফেরারী বসন্ত; এতে ১৯৮৩ সালে চারটি বিভাগে বাচসাস পুরস্কার পায়। ১৯৯৬ সালে সরকারি অনুদানে তাঁর নির্মিত পোকা মাকড়ের ঘর বসতি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য টেলিভিশন নাটকের মধ্যে রয়েছে *হেরে যাওয়া, জিতে যাওয়া, আলোছায়া, তোমার কাছে যাব বলে, খেলারাম, কক্ষচ্যুত, স্বরচিত ফাঁদ, এলো সে অবেলায়* ইত্যাদি। প্রয়াত আখতারুজ্জামানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা সরকারি অনুদানে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র *সূচনা রেখার দিকে*। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ডের বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্যগণ, ইউনিভার্সিটির অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী এবং আখতারুজ্জামানের পরিবারের সদস্যবৃন্দ।

জীবনের শেষ সাত বছর আখতারুজ্জামান চলচ্চিত্র শিক্ষক হিসেবে নিয়মিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিভাগে। স্মরণসভায় প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও শিক্ষক আখতারুজ্জামান-এর জীবন ও কর্ম নিয়ে তাঁরই স্নেহধন্য ছাত্র এ. এস. এম ফয়সালের নির্মিত *নিভৃত স্বপ্নচারী* শীর্ষক একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিভাগের প্রভাষক সাব্রিয়া পারভীন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট, ২০১১ আখতারুজ্জামান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের আয়োজন

গত ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ Awarness of Immunization Against Deadly Curse of Hepatitis-B বিষয়ক এক সেমিনারের আয়োজন করে। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন City Overseas Ltd.-এর ভ্যাকসিন ইউনিটের হেড অফ অপারেশনস মোঃ রাশিদুল ইসলাম। তিনি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করেন এবং তাদের এই ঘাতক ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। এরপর তিনি হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

স্টামফোর্ডের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. রাশেদ নূর সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেমিনারে বিভাগের শিক্ষকমন্ডলী ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক মোঃ আফতাব উদ্দিন।

বিভাগের ৩৫, ৩৬, ৩৭ তম ব্যাচের প্রফেশনাল ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ সেপ্টেম্বর। প্রফেশনাল ওরিয়েন্টেশন-এর মূল উদ্দেশ্য শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা। ওরিয়েন্টেশনের প্রথমভাগে এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর মার্কেটিং ম্যানেজার কমলেশ হালদার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। একজন ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের কর্মক্ষেত্রে নির্ধারনের পূর্বে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে এবং কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে সে ব্যাপারে পরিপূর্ণ ধারণা দেন।

দ্বিতীয়ভাগে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড-এর Research & Development, Biotec-এর সিনিয়র ম্যানেজার ড. মোঃ ইকবাল হাসান খান ইন্টারভিউ প্রদানের বিভিন্ন কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে একটি ইন্টারভিউ বোর্ডের সম্মুখীন হয়ে নিজেকে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করে কর্মক্ষেত্রে সফল হওয়া যায়? পরিশেষে আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে একটি নমুনা ইন্টারভিউ বোর্ড গঠন করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করা হয়।

ব্রান্ডিং বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

ব্র্যান্ডিং ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসাক্ষেত্রে-এর প্রভাব ও সম্ভাবনা বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয় সম্পর্কে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের মার্কেটিং শেষবর্ষের শিক্ষার্থীদের বাস্তব ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে গত ৪ আগস্ট, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ধানমন্ডিস্থ বি-ব্লকে বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ (মার্কেটিং)-এর উদ্যোগে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেডের মার্কেটিং বিভাগের প্রধান নোমান ফাখহার। তিনি ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য বিশেষ করে ব্র্যান্ডিং কি এবং কিভাবে একটি পন্যের ব্র্যান্ডিং করা যায় এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বের অন্যতম কোম্পানী সমূহের ব্র্যান্ড ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেডের বর্তমান ব্র্যান্ডিং কৌশলগত পরিকল্পনা ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনার পর তিনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দেন।

সেমিনারের শেষে মার্কেটিং শাখার প্রধান নাদিয়া ফারহানা প্রধান বক্তা নোমান ফাখহারকে বিভাগের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করেন। উক্ত সেমিনারে ইউনিভার্সিটির বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. জিন্নাত আরা বেগমসহ বিভিন্ন শাখার প্রধানগণ, শিক্ষকমন্ডলী এবং শেষ বর্ষের সকল শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক মো: নাজমুল হক, মো: রবিউল কবির এবং ইসরাত জাহান জানিয়া।

নোবেলখ্যাত পুলিৎজার মনোনীত সাংবাদিক এমি হার্ডি

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ আয়োজিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও সাক্ষাতকার কৌশল বিষয়ে সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকতার নোবেলখ্যাত পুলিৎজার পুরষ্কার মনোনীত মার্কিন সাংবাদিক এমি হার্ডি। প্রথমে সাংবাদিক এমি হার্ডি সাক্ষাতকার বিষয়ে বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'সাক্ষাতকারের সময় মানবিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। শুরুতেই সাক্ষাতকার দাতাদের ওপর চড়াও হতে নেই। সাক্ষাতকার নেওয়ার সময় তার মানসিক অবস্থা দেখতে হবে। একইসঙ্গে সাক্ষাতকার দাতাকে যথাযথ সম্মান জানাতে হবে।' সাক্ষাতকার বিষয়ে এমি হার্ডি যথাযথ প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, 'প্রস্তুতি ছাড়া সাক্ষাতকার নিলে তা সম্পূর্ণ হয় না। এজন্য সাক্ষাতকার নেওয়া চর্চা করতে হবে। পরিবারের সদস্য, বন্ধু, সহকর্মীদের সাক্ষাতকার নেওয়ার মাধ্যমে এ চর্চা করা যেতে পারে।' সাক্ষাতকার বিষয়ে তিনি কয়েকটি ভিডিওচিত্র দেখান। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিষয়ে হার্ডি বলেন, 'গভীরভাবে অনুসন্ধান করা বিষয়টির ওপর চিন্তা ও কাজ করতে হবে। এর পেছনে পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। সে বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে এবং তা যাচাই করতে হবে।' সেমিনারে বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করে এমি হার্ডিকে। এমি হার্ডি বেশ উৎসাহ নিয়ে উত্তর দেন। এসময় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক কাজী আব্দুল মান্নানসহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

শিক্ষক যোগদান

গত ১০ আগস্ট, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এ প্রভাষক পদে ১৭ জন শিক্ষক যোগদান করেছেন। এর মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (EEE) বিভাগে ৩জন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (CEN) এবং আইন বিভাগে ৫ জন করে, অর্থনীতি বিভাগে ২ জন এবং ইংরেজি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে ১ জন করে যোগদান করেছেন।

এসডিএফ-এর সাফল্য

সম্প্রতি ক্যামব্রিয়ান ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস পার্লামেন্ট বিতর্ক প্রতিযোগিতায় স্টামফোর্ড ডিবেট ফোরাম (এসডিএফ) প্রথম রাউন্ডে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে। এসডিএফ দলের সদস্যরা ছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগের রাইসুল হক চৌধুরী, ফার্মেসি বিভাগের লুৎফুল আমিন এবং ইলেক্ট্রিকাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সানজিদা খানম মিতুল। দলের অন্য সদস্যরা ছিলেন আইন বিভাগের শুভ্র কুমার প্রামাণিক এবং ইংরেজি বিভাগের জাকিয়া রোমানা। উক্ত বিতর্কে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নবীনতম সাংসদ জুনায়েদ আহমেদ। দ্বিতীয় রাউন্ডে এসডিএফ প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর এবং এতে এসডিএফ বিজয়ী হয়। বিতর্কে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ইসরাফিল শাহিন। কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এসডিএফ বনাম প্রাইম ইউনিভার্সিটি। এতে জয় লাভ করে প্রাইম ইউনিভার্সিটি। উক্ত বিতর্কে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমেদ।

ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে মাদকবিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ফাইনালে এসডিএফ মুখোমুখি হয় ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির। 'মাদক বিরোধী চেতনা গড়তে সমাজের ভূমিকাই মুখ্য' এ বিষয়ে প্রাণবন্ত বিতর্ক শেষে এসডিএফ রানারআপ হবার গৌরব অর্জন করে। গত ২৬ জুলাই স্টামফোর্ডের বিতার্কিক রাইসুল হক চৌধুরী, শুভ্র কুমার প্রামাণিক ও লুৎফুল আমিন; প্রফেসর এমিরেটাস আমিনুল ইসলাম এবং ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর লুৎফর রহমানের হাত থেকে রানার আপ ট্রফিটি গ্রহণ করে।

মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের আরও একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরির উদ্বোধন

গত ২০ আগস্ট মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের দ্বিতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ। তিনি শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষালাভের সাথে সাথে গবেষণার কাজে মনোযোগী হবার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

এসময় ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান একজন অণুজীব বিজ্ঞানী হিসাবে বলেন, এই ল্যাবরেটরিটি স্থাপনের মাধ্যমে অত্র বিভাগের গবেষণার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হলো। তার মতে মাইক্রোবায়োলজি পড়াশুনার ক্ষেত্রে গবেষণার কোন বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রত্যেককেই সচেষ্ট থাকতে হবে। এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্ত সাহায্য সহযোগিতা করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

উদ্বোধনকালে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ড. রাশেদ নূর অতিথিদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি দেখান। নতুন স্থাপিত ল্যাবরেটরিতে regular microbial analysis করার উপযোগী সমস্ত সামগ্রী ইতিমধ্যেই সংযোজন করা হয়েছে। এদের মধ্যে laminar airflow, microscope, sterilizer, incubator, water bath, refrigerated centrifuge machine, autoclave machine, vortex machine, বিভিন্ন glass materials এবং chemical reagents অন্যতম।

এই ল্যাবরেটরিতে একসাথে ১২ থেকে ১৫ জন ছাত্রছাত্রী তাদের গবেষণার কাজ চালাতে পারবে। উল্লেখ্য যে, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রথম ল্যাবরেটরিটি বিগত কয়েক বছর যাবৎ তার পূর্ণাঙ্গরূপে বিরাজমান। এখানে molecular biology, DNA profiling, protein analysis সহ বিভিন্ন উন্নততর গবেষণা করার সব সুযোগ রয়েছে, যেখানে স্নাতক ও স্নাতকত্তোর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কাজে নিযুক্ত আছে।

এছাড়াও এখানে সরকারি অনুদানে একটি রিসার্চ প্রজেক্টের কাজও দ্রুততার সাথে এগিয়ে চলছে। এসকল কাজ ও নতুন গবেষণার ক্ষেত্র তৈরির জন্য নতুন সংযোজিত ল্যাবরেটরিটি ব্যবহারের ব্যাপারে উপস্থিত সকলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রোবায়োলজি শিক্ষার ক্ষেত্রে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় পথিকৃত। এখানকার যে সমস্ত শিক্ষার্থী তাদের ডিগ্রী অর্জন করেছে তারা প্রত্যেকেই তাদের কর্মক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় উজ্জ্বল। তাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক, বিভিন্ন Research organizations (ICDDR,B, BCSIR, Atomic Energy Comission, NTRL), Pharmaceutical & Food industries, Clinic & Diagnostic centers ও বিভিন্ন NGO অন্যতম। শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত এবং মেধা ও মননে উন্নত করে তুলবার ক্ষেত্রে বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী সদা সচেষ্ট। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নূরে আলম সিদ্দিকী, প্রক্টর এম. এম. এ সিকদার, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ড. এম. মজিবুর রহমান এবং বিভাগীয় শিক্ষকমণ্ডলী।

The Digital Revolution শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

'প্রযুক্তিপণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ইন্টেল ইতোমধ্যে তাদের প্রসেসর, ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপের মধ্যদিয়ে প্রযুক্তি বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পণ্যের গুণগত মানের কারণে ক্রেতাদের নজরও থাকে ইন্টেলের দিকে।' স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এবং ইন্টেলের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত The Digital Revolution শীর্ষক সেমিনারে একথাগুলো বলেন Intel EM Ltd. Dhaka Liasion Office - এর Channel Account Manager এ. কে. এম. মুজতবীর। তিনি আরও বলেন, Intel CORE i3, Intel CORE i5 এবং Intel CORE i7 প্রসেসর ইতোমধ্যে বাজারজাত করা হচ্ছে। যে কেউ তার প্রয়োজন মত

প্রসেসর ব্যবহার করে যুগোপযোগী প্রযুক্তির সাথে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেন।' গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ তিনদিন ব্যাপী রোড শো এবং সেমিনার স্টামফোর্ডের ধানমন্ডি ও সিদ্ধেশ্বরী উভয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার এবং কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. লুৎফর রহমান, কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষক ড. মাহফুজুল ইসলাম, স্টামফোর্ডের আইটি বিভাগের প্রধান মো: আনিছুর রহমান বক্তব্য রাখেন। এছাড়া সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিপুল পরিমান শিক্ষার্থী সেমিনারে অংশগ্রহণ করে তাদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার অর্জন করে।

■ Editorial Consultant: Md. Salim Hossain ■ Editorial Panel: Shakira Parvin, Supa Sadia, Runa Laila ■ Graphics Designer: Wahid Murad Rassel & Shuvabrata Sarker
■ Photography & Published By: Public Relations Division, Stamford University Bangladesh ■ Printed At : Stamford University Press, 51 Siddeswari Road, Dhaka